স্বাধীনতা ও বাধ্যতা

ইউনিট ৫

ভূমিকা

আমরা আগের ইউনিটে জেনেছি যে মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একা একা বাস করতে পারে না। তারা বাস করে দলবদ্ধ ভাবে। একত্রে বাস করার ফলে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একে অন্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এভাবেই মানুষ তার জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। প্রতিটি দেশে, সমাজে এবং পরিবারে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা, বিধিবিধান এবং নিয়ম-নীতি। আর সমাজকে পরিচালনার জন্য রয়েছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের কাজ হলো সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে সমাজের কল্যাণ ও সমন্বয় সাধন করা। সুষ্ঠু প্রশাসনের মাধ্যমে সমাজে আসে শৃংখলা ও সমৃদ্ধি। এর জন্য প্রয়োজন পরিপক্ব ব্যক্তিত্ব। একজন পরিপক্ব ব্যক্তিই পারে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সুষ্ঠু পরিচালনা দান করতে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : স্বাধীনতার স্বরূপ
পাঠ-৫.২ : বাধ্যতার বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৫.৩ : কর্তৃত্ব
পাঠ-৫.৪ : কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা
পাঠ-৫.৫ : যীশুর বাধ্যতা
পাঠ-৫.৬ : যীশুর স্বাধীনতা

পাঠ-৫.১ স্বাধীনতার স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নিজের জীবনে স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করার ব্যাপারে সচেতন হতে পারবেন।
- ভালো মন্দ বেছে নিতে শিখবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সাপ, স্বাধীনতা, ফল**

আদিপুস্তক ৩:১-৭

প্রভু ঈশ্বর স্থলভূমির যে সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত প্রাণী ছিল সাপ। সে একদিন নারীকে বলল: "ঈশ্বর কি সত্যিই এই কথা বলেছেন: এই উদ্যানের কোন গাছের ফলই তোমরা খাবে না?" নারী সাপকে উত্তর দিল: "আমরা এই উদ্যানের যে কোন গাছের ফল খেতে পারি: শুধুমাত্র যে গাছটি উদ্যানের মাঝখানে রয়েছে, সেটির ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন: "তোমরা তা খাবে-ও না, ছোঁবে-ও না। তাহলে তোমরা কিন্তু মরবেই মরবে।" তখন সাপ নারীকে বলল: "কখনো না, তোমরা মরবেই না। ঈশ্বর তো ভালোভাবেই জানেন, যেদিন তোমরা ওই ফল খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলেই যাবে, তোমরা দেবতার মতোই হয়ে উঠবে: ভালো মন্দ জানতেই পারবে তোমরা!" তখন নারী দেখল, ওই গাছের ফল খাদ্য হিসেবে ভালোই আর তা দেখতেও তো ভারী সুন্দর! তাছাড়া বোধবুদ্ধি পাবার ব্যাপারে তার তো একটা আকর্ষণ-ও রয়েছে! তাই সে তখন গাছ থেকে কয়েকটি ফল পেড়ে নিয়ে নিজে খেল, পাশে দাঁড়ানো তার স্বামীকে-ও দিল। আর সেও তা খেয়ে নিল। আর তখন তাদের দুজনেরই চোখ খুলে গেল; তাদের হঠাৎ খেয়াল হলো যে, তারা উলঙ্গ। তাই একটা আঞ্জির গাছের পাতা একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে তারা কোমরের একটি আবরণ তৈরি করে নিল।

অনুধ্যানঃ ঈশ্বর ব্যক্তি মর্যাদা দিয়ে এমন এক বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যে-মানুষ তার নিজের চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম শুরু ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। "ঈশ্বর নিজেই মানুষকে 'তার স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার অন্বেষণ করে এবং তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে জীবনের পূর্ণ ও সুখময় পরিণতি লাভ করতে পারে।" স্বাধীনতা হলো সেই ক্ষমতা, যার ভিত্তিমূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। সেই ক্ষমতা দ্বারাই মানুষ ভালো-মন্দের বিচার বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় ও নিজ দায়িত্বে কাজ করে। স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা মানুষ তার নিজের জীবনকে গঠন করে। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সামনে রেখেছিলেন ভালো-মন্দ জ্ঞান বৃক্ষের ফল। ঈশ্বর মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ যেন স্বেচ্ছায় সেই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। স্বাধীনতার কারণেই একটি কাজ প্রশংসনীয় বা দণ্ডনীয় হয়, মঙ্গলকর বা নিন্দনীয় হয়। যে-ব্যক্তি যত মঙ্গল করে সে ব্যক্তি তত স্বাধীন হয়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের দিয়েছেন স্বাধীনতা। যেন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় বেছে নিতে পারে ভালো বা মন্দকে। প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে বুঝায় না সবকিছু বলার বা করার অধিকার, বরং যা কিছু ভালো তাই করার। এ স্বাধীনতা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, বরং সমাজে অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতা করার জন্য। এ স্বাধীনতা অর্জিত হয় প্রতারণায় বা অবজ্ঞায় নয়, কিন্তু সত্যে। আমাদের জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতে, আমরা আমাদের স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করি তখন, যখন আমাদের ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করা হয়। যেমন বন্ধুরা আমাদের বাধ্য করে কোন সহপাঠিকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা বা উত্যক্ত করতে। আমরা বন্ধুদের অখুশি করতে চাই না, তাই ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা একই কাজ করি অর্থাৎ সহপাঠিকে উত্যক্ত করি। তবে আমরা স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করতে শিখি যখন আমরা বুঝতে পারি, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন কাজ বা কোন আদেশ থেকে মুক্ত হতে চাই।

মনে রাখি ঃ যে-ব্যক্তি যত মঙ্গল করে সে ব্যক্তি তত স্বাধীন হয়। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের দিয়েছেন স্বাধীনতা। যেন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় বেছে নিতে পারে ভালো বা মন্দকে।

শব্দটীকা ঃ ধূর্ত - চালাক, উদ্যান - বাগান, আঞ্জির গাছ- বড় পাতা বিশিষ্ট এক ধরনের গাছ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনি কীভাবে মন্দকে ত্যাগ করতে পারেন এবং ভালোকে গ্রহণ করতে পারেন এই নিয়ে নীরবে ধ্যান করুন ও দলের সঙ্গে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের দিয়েছেন স্বাধীনতা। যেন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় বেছে নিতে পারে ভালো বা মন্দকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আদম ও হবা–

ক) ঈশ্বরের বাধ্য হলো
খ) ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হলো
গ) নিজেদের স্বাধীনতা ব্যবহার করলো
ঘ) ঈশ্বরের বিপক্ষে গেল।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ছোট বেলায় বাপ্পি খুবই নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের ছিল। বড় হয়ে সে দুষ্ট ছেলেদের সাথে মিশে সকলের অবাধ্য হতে থাকে। ঠিকমত লেখাপড়া করে না, প্রার্থনা করে না, এমনকি সময়মতো বাড়িতেও আসে না। ফলে দেখা যায় তার পরীক্ষার ফলাফল খুবই খারাপ হতে থাকে। নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য হলো।

২। কোন স্বভাবের বশবর্তী হয়ে বাপ্পি মন্দ পথে অগ্রসর হলো?

ক) অসচেতনতা
খ) ধৈর্যহীনতা
গ) পাপ স্বভাব
ঘ) অনৈতিকতা।

৩। বাপ্পির এ ধরনের জীবনযাপনের কারণে সে–

i) ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করে
ii) ঐশ মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়
iii) পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেলে

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i
খ) i ও ii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুমা মায়ের কাছে জানতে পারে ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে স্বাধীনতা হারায়। তার মা তাকে বলে পাপের ফল ভালো না। এ প্রসঙ্গে তিনি সাধু পলের কথাটি বলেন, "পাপের পরিণাম মৃত্যু"।

ক) শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের সৃষ্ট দান কী?
খ) পাপে পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের জীবন কেমন ছিল এবং কেন ছিল?
গ) মায়ের কথা শুনে পাপ সম্বন্ধে সুমার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) "পাপের পরিণাম মৃত্যু" - উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১: ১. খ ২. গ ৩. গ

পাঠ-৫.২ বাধ্যতার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাধ্যতার সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাধ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**বাধ্যতা, দশ আজ্ঞা, আনুগত্য**

যোহন ১২:৪৪-৫০

যীশু কিন্তু জোর দিয়ে তখন এই কথা বলেছিলেন: "যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, আসলে সে তো আমার ওপর নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ওপর বিশ্বাস রাখে। আর যে আমাকে দেখতে পায়, সে তো তাঁকেই দেখতে পায়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি জগতের আলো হয়েই এই জগতে এসেছি, যাতে আমার প্রতি বিশ্বাসী কোন মানুষকেই আর অন্ধকারে থাকতে না হয়। কেউ যদি আমার কথা শুনেও তা মেনে না চলে, তাহলে আমি নিজে তার বিচার করি না, কারণ আমি তো জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগৎকে পরিত্রাণ করতে। যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ও আমার কথা মেনে নেয় না, তার জন্যে অবশ্য এক বিচারক আছে: আমি যে বাণী শুনিয়েছি, শেষ দিনে সেই বাণীই হবে তার বিচারক। কারণ আমি নিজে থেকে তো কিছু বলিনি; বরং আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেই আমাকে আদেশ দিয়ে বলে দিয়েছেন, আমি কী বলব, কোন বাণীই বা শোনাব। আর আমি জানি, তাঁর সেই আদেশ, তার মধ্যে নিহিত আছে শাশ্বত জীবন। আমি যা কিছু বলি, পিতার কথামতোই তা বলি।

অনুধ্যানঃ বাধ্যতা বলতে বুঝায় কারো অধীনে থাকা। বাধ্যতা হচ্ছে অন্যদের আদেশ, ইচ্ছা ও দিকনির্দেশনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। ঈশ্বর এ জগত সৃষ্টি করার পর মানুষকে তাঁর অনুগত থাকতে বললেন। যদিও মানুষকে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন ভালো-মন্দ বেছে নেওয়ার, তবুও মানুষ যেন তাঁর বাধ্য থাকে। আমরা আমাদের জীবন বাস্তবতায় দেখতে পাই মানুষের মঙ্গলের জন্য সব ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, অফিস, আদালত, কোন প্রতিষ্ঠান সব স্থানে কেউ না কেউ কারো অধীনে থাকে বা কাজ করে। যীশু নিজে স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র হয়েও, সর্বদা পিতার বাধ্য ছিলেন। এমনকি তাঁর মা-বাবার ও রাষ্ট্রীয় নিয়মেরও বাধ্য ছিলেন। যীশু ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত বাবা মায়ের বাধ্য ছিলেন। সমাজের সকল নিয়ম তিনি মেনে চলতেন এবং রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে করও দিতেন। যীশুর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাই কীভাবে বাধ্যতার মধ্য দিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়া যায় ও পূর্ণতা লাভ করা যায়। বাধ্যতার গুণ অন্যদেরকে আদেশ দেওয়ার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং শক্তি দান করে। আমরা যত বেশি বাধ্য হতে শিখি ততই আধিপত্য বিস্তার করার মাধ্যমে শাসনও করতে পারি। বাধ্যতা আমাদের হৃদয়ে একটি মহৎ শক্তি দান করে। নিম্নে বাধ্যতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক, শৃঙ্খলা, শান্তি ও আনন্দ যাতে বজায় থাকে সেজন্য মা-বাবা ও সকল গুরুজনদের বাধ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন;
- দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সকলকে সব রকম আইন মেনে চলা প্রয়োজন;
- রাস্তায় চলাচলের সময় অবশ্যই সকল ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা উচিত। এতে সকলেই নিরাপদে চলতে পারবে;
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সকলকে সেই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলতে হবে;
- যীশু নিজেও ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ছিলেন এবং পিতার ইচ্ছা পালন করতে ক্রুশে জীবন দিয়েছেন;
- আমাদেরও ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা বাধ্য থাকতে হবে;

- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা মেনে চলা প্রতিটি খ্রিষ্টভক্তের অবশ্য কর্তব্য। কারণ এই আজ্ঞাই একজন ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে;
- যীশু বলেছেন তাঁকে ভালোবাসলে অবশ্যই তাঁর সকল আদেশ পালন করতে হবে;
- ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ আনুগত্যে আমরা ঈশ্বরের সাথে মনেপ্রাণে এক হয়ে উঠবো;
- একজন অনুগত ব্যক্তি সকল প্রকার কঠিনতম কাজ নিজের ইচ্ছায় করতে পারে;
- অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা;
- বিনম্র ও সরল হওয়া;
- নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করা;

মনে রাখি ঃ বাধ্যতা আমাদের হৃদয়ে একটি মহৎ শক্তি দান করে।
শব্দটীকা ঃ জানু - হাঁটু, অনুগত - বাধ্যতা, ইতঃস্তত - দ্বিধান্বিত হওয়া

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনে আপনি কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন তা দলের সাথে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশুর জীবনে বাধ্যতা ছিল একটি অন্যতম গুণ। বাধ্যতা আমাদের হৃদয়ে একটি মহৎ শক্তি দান করে। যীশুর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাই কীভাবে বাধ্যতার মধ্য দিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়া যায় ও পূর্ণতা লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলতেন?
ক) ঈশ্বরের খ) লোকদের
গ) সাধু যোসেফের ঘ) মা মারীয়ার।

২। বাধ্যতার গুণ আমাদের দান করে–
i) নৈতিক ক্ষমতা ii) আধ্যাত্মিক ক্ষমতা iii) অলৌকিক ক্ষমতা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৩। বাধ্যতার ফলে আমরা কী করতে পারি?
ক) শাসন করতে খ) আধিপত্য বিস্তার করতে
গ) অনুগত থাকতে ঘ) আধ্যাত্মিকভাবে পরিপক্ব হতে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রবিন সমাজের এক প্রভাবশালী নেতা। সমাজের প্রতিটি লোক তার খুব অনুগত। গ্রামের চেয়ারম্যান জোরপূর্বক গ্রামবাসীকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে গ্রামের উন্নয়ন করতে চায়। কিন্তু রবিন সৎপরামর্শ, সেবা এবং কাজ দ্বারা সমাজের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তার মতে একজন সেবকই হতে পারে সার্থক নেতা।

ক) যে সবচেয়ে বড় হতে চায়, তাকে কী হতে হবে?

খ) ভ্রাতৃপ্রেমই হলো প্রকৃত মহত্ত্বের মানদণ্ড – উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ) ভালো নেতা হতে রবিনকে যীশুর কোন গুণগুলো অনুসরণ করতে হবে, বর্ণনা করুন।

ঘ) উদ্দীপকের শেষ লাইনটির স্বপক্ষে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২: ১. ক ২. গ ৩. ক

পাঠ-৫.৩ কর্তৃত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্তৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বাইবেল কী বলে সে বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।

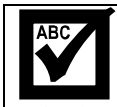 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**কর্তৃপক্ষ, কর্তৃত্ব, শাসন, সেবা**

মার্ক ১০:৩৫-৪৫

জেবেদের সেই দুই ছেলে, যাকোব আর যোহন, এক সময়ে যীশুর কাছে এসে বললেন: "গুরুদেব, আমরা চাই যে, আপনি আমাদের একটা অনুরোধ রাখুন।" যীশু বললেন: "তোমরা কী চাও? বল, তোমাদের জন্যে কী করতে হবে?" তারা উত্তর দিলেন: "অনুগ্রহ করুন, আপনি যখন আপনার গৌরবের আসনে বসবেন, আমরা একজন যেন আপনার ডান পাশে, আর একজন আপনার বাম পাশে বসতে পাই।" যীশু তাঁদের বললেন: "তোমরা যে কী চাইছ, তা তোমরা বুঝতে পারছ না ! আমি নিজে যে পাত্র থেকে পান করতে চলেছি, তোমরা কি সেই পাত্র থেকে পান করতে পার? যে-দীক্ষাস্নানে আমি দীক্ষিত হতে চলেছি, তোমরা কি সেই দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হতে পার?" তাঁরা উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ, আমরা পারি!" তখন যীশু বললেন: "যে পাত্র থেকে আমি পান করতে চলেছি, তা থেকে তোমরা অবশ্যই পান করবে; আর যে দীক্ষাস্নানে আমি দীক্ষিত হতে চলেছি, সেই দীক্ষাস্নানে তোমরা দীক্ষিত হবেই! কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে বা বাঁ পাশে বসতে দেওয়ার অধিকার তো আমার নেই। সেই স্থান দুটি যে তাদেরই প্রাপ্য, যাদের জন্যে তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে।"

এই সব কথা যখন বাকি দশজন শিষ্যের কানে এলো, তখন যাকোব আর যোহনের ওপর তাঁরা রেগে গেলেন। তাই যীশু তাদের কাছে ডেকে বললেন: "তোমরা তো জানোই, বিজাতীয়দের তথাকথিত শাসক যারা, তারা প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব চালায়; তেমনি বিজাতীয়দের মধ্যে বড় যারা, তারাও আবার অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব ফলায়। তোমাদের মধ্যে কিন্তু এমনটি যেন না হয়! বরং তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক; এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সকলেরই দাস। মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে।

অনুধ্যান ঃ কোন দল বা গোষ্ঠী, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান, দেশ বা জাতিকে পরিচালনা করার জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে যে আইনগত ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয় তাকে কর্তৃত্ব বলে। এই ক্ষমতা তাদেরই দেওয়া হয় যারা সঠিক, সুন্দর ও আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা দিতে পারে এবং অন্যদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করতে পারে। কর্তৃপক্ষকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে শাসন করার অর্থ অধিকারের নিশ্চয়তা দান ও দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সকলের মধ্যে যেন সঠিক সম্পর্ক বজায় থাকে, সকলেই যেন ন্যায্য অধিকার পায় এবং সকলের মধ্যে যেন ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা।

কর্তৃপক্ষ হচ্ছে একজন নেতা। যার নেতৃত্বে কোন দল, সমাজ, পরিবার, মণ্ডলী এবং দেশ পরিচালিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজন নেতাকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নের্তৃত্ব দান করতে হয়। নেতাকে সকলের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে পরিচালনা করতে হবে। নেতাকে একজন সেবকও হতে হবে। শোনার ক্ষমতা থাকতে হবে। সবার জন্য চিন্তা করতে হবে। ধরা যাক মানব দেহ যেমন মস্তক দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে যে কোন দেশ বা রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, দল এবং প্রতিষ্ঠানে একজন প্রধান থাকেন, যার দ্বারা এসব কিছু পরিচালিত হয়।

আমরা মঙ্গলসমাচারে দেখেছি যে, যীশুর শিষ্যদের মধ্যেও কে সব চেয়ে বড় এ নিয়ে তর্ক হয়েছে। কিন্তু যীশু তাদের শিখিয়েছেন বড় হতে হলে তাকে সবচেয়ে ছোট হতে হবে। সেবকের মতোই চলতে হবে। উপরে বর্ণিত পাঠে: জেবেদের দুই ছেলে, যাকোব আর যোহন যীশুর কাছে এসে যীশুকে অনুরোধ করলেন যেন যীশু যখন সেই গৌরবের আসনে বসবেন তখন একজন তাঁর বাঁ পাশে আর একজন তাঁর ডান পাশে বসতে পারে। যীশু কিন্তু তাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবেন সেই একই দুঃখ-কষ্ট হয়তো শিষ্যেদের ভোগ করতে হবে; কিন্তু কাউকে যীশুর ডান ও বাঁ পাশে বসানোর অধিকার যীশুর নেই, কারণ ঐশরাজ্যে কে কতটা সম্মান পাবে, পরমপিতাই তা স্থির করে রেখেছেন। আর পরমপিতার ইচ্ছাই যীশুর নিজের ইচ্ছা। যীশু নিজে তাদের আদর্শ দেখিছেন যে, "যীশু সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন।" শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে যীশু সেবার আদর্শ রেখে গেছেন। সেই সাথে যীশু কর্তৃপক্ষকেও সেবক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের মণ্ডলীতে অনেক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি আছেন যারা কর্তৃপক্ষের স্থানে থেকেও সেবকের মতো সবার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

মনে রাখি ঃ ক্ষমতা তাদেরই দেওয়া হয় যারা সঠিক, সুন্দর ও আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা দিতে পারে এবং অন্যদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে নিশ্চতয়তা দান করতে পারে।

শব্দ টীকা ঃ অনুগ্রহ - দয়া করা, কর্তৃপক্ষ - পরিচালক বৃন্দ, শাসকবর্গ, কর্তৃত্ব - অধিকার বা প্রভুত্ব

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনি কি কখনও কখনও কর্তৃপক্ষকে ভয় পান? তাদের কাছ থেকে আপনি কি দূরে সরে থাকেন? চিন্তা করুন ও খাতায় উত্তরটি লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

কর্তৃপক্ষ হচ্ছে একজন নেতা। যার নেতৃত্বে সবকিছু পরিচালিত হয়। তাদের এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যেন তারা সঠিক, সুন্দর ও আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা দিতে পারে এবং অন্যদের অধিকার আদায় সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যাকোব ও যোহনের বাবার নাম কী?
ক) যোয়াকিম খ) জেবেদ
গ) শিমন ঘ) যোসেফ।

২। যাকোব ও যোহন যীশুর ডান ও বাম পাশে বসতে চেয়েছিল কেন?
ক) ক্ষমতা পেতে খ) সেবক হতে
গ) কর্তৃপক্ষ হতে ঘ) সেবা করতে।

৩। যীশু কর্তৃপক্ষদের কী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন?
ক) রাজা খ) সেবক
গ) স্বাধীন ঘ) অহংকারী।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মীনা নবম শ্রেণিতে পড়ে। বাড়িতে তার মা-বাবা, সকলে মিলে একই পরিবারে বাস করে। তার মা সর্বদা তাকে বাধ্যতা সম্পর্কে শিক্ষা দেন। তিনি তাকে পরিবারে, স্কুলে ও রাস্তায় কীভাবে বাধ্যতার পরিচয় দেয়া যায় সে সম্পর্কে বলেন। তিনি আরও বলেন, যীশু হলেন বাধ্যতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাঁর শিক্ষার আলোকে আমরা জীবনকে সুন্দর করতে পারি।

ক) যীশু সারা জীবন ধরে কার বাধ্য ছিলেন?

খ) কর্তৃত্ব বলতে কী বুঝেন?

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মীনা এর বাধ্যতার ক্ষেত্রসমূহে বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা ও অবাধ্যতার ফলসমূহ বর্ণনা করুন।

ঘ) "তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক; এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সকলেরই দাস।" – উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩: ১. খ ২. ক ৩. খ

পাঠ-৫.৪ কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**অনুগত, আহবান, কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী, দায়িত্ব গ্রহণ, মনিব**

১ পিতর ২:১৮-২৫

তোমাদের মধ্যে ভৃত্যের কাজ কর যারা, সব ব্যাপারে সমীহ দেখিয়ে তোমরা মনিবদের প্রতি অনুগত হয়ে থাক – দরদী বিবেচক যাঁরা তাঁদের প্রতি নয়, বদমেজাজী যাঁরা, তাঁদের প্রতিও। কেন না কারও কাছ থেকে অন্যায় যন্ত্রণা পেয়ে কেউ যদি ঈশ্বরের কথা মনে রেখেই সেই দুঃখ সহ্য করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই ঐশ অনুগ্রহ লাভ করে। ব্যাপারটা হলো এই: মনে কর, তোমরা কোন অন্যায় কাজ করেছ বলেই এখন মার খাচ্ছ। সেই আঘাত যদি মাথা পেতে নাও, তাতে তোমাদের প্রশংসা পাবার মতো এমন কীই বা আছে? কিন্তু যদি এমনই হয়, তোমরা ঠিকমতো কাজ করেও এমন যন্ত্রণা পাচ্ছ, আর তা মাথা পেতেই মেনে নিচ্ছ, তাতে তোমরা তো অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠছ। এমনভাবে চলবার জন্যই তো ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান জানিয়েছেন। খ্রিষ্ট নিজেই যে সেই মতো তোমাদের জন্যে যন্ত্রণা ভোগ করে তোমাদের সামনে একটি আদর্শ রেখে গেছেন, যাতে তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

অনুধ্যান ঃ স্বাধীনতার একটি অংশ হলো কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা। বাধ্যতা আসে আমাদের স্বাধীন সত্তা থেকে। কারণ নৈতিক শাসন ব্যবস্থার জন্য যে অধিকার প্রয়োজন তা আসে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে। প্রত্যেকে যেন কর্তৃপক্ষের অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলোই ঈশ্বর দ্বারা প্রদত্ত। যদি কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু ঈশ্বরেরই বিরোধিতা করে এবং এ জন্য তারা নিজেদের উপর নিজেরাই শাস্তি ডেকে আনবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সম্মান করতে হবে এবং যারা সেই অধিকার প্রয়োগ করার দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং যতটা তাদের প্রাপ্য সেই অনুসারে কৃতজ্ঞতা ও সদিচ্ছা প্রর্দশন করতে হবে। কোন শিক্ষার্থী বা কোন কর্মচারী তার কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকলে কর্তৃপক্ষ তাকে কোন দায়িত্ব দিয়ে নির্ভর করতে পারেন। তাই বাধ্যতার আর একটি অর্থ হলো দায়িত্ব গ্রহণ করা। সাধু পিতর আমাদের উৎসাহিত করেছেন কর্তৃপক্ষের বাধ্য হয়ে চলতে। তিনি সত্যের পক্ষে বাধ্য থাকতে বলেছেন। শুধুমাত্র মনিবদের ভয় পেয়ে কোন কাজ করা ঠিক নয়। যীশু আমাদের আদর্শ দেখিয়েছেন আমরা যেন তাঁর শিক্ষানুসারে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিকতা নিয়ে বিশ্বস্ত থাকতে পারি।

মনে রাখি ঃ প্রত্যেকে যেন বৈধ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলোই ঈশ্বর দ্বারা প্রদত্ত।

শব্দটীকা ঃ স্বাধীন সত্তা – নিজের অস্তিত্ব; নৈতিক শাসন – নীতি সম্বন্ধীয় পরিচালনা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনি কীভাবে কর্তৃপক্ষের অধীনে থেকে স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।**

সারসংক্ষেপ

বাধ্যতার একটি অর্থ হলো দায়িত্ব গ্রহণ। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা শিক্ষা পাই কর্তৃপক্ষের বাধ্য হয়ে চলার, সত্যের পক্ষে থাকার ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা স্বাধীনতার অংশ" – কেন?

ক) স্বাধীনতার আরেক নাম বাধ্যতা
খ) স্বাধীনতা ও বাধ্যতা মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ
গ) বাধ্যতা স্বাধীন সত্তা থেকে জাত
ঘ) বাধ্যতায় প্রকৃত শান্তি বিরাজমান।

২। স্বাধীনতার সাথে কোন্ বিষয়টি জড়িত?

ক) শ্রদ্ধা
খ) ভক্তি
গ) নম্রতা
ঘ) বাধ্যতা।

৩। সাধু পল আমাদের কোন্ বিষয়ে বাধ্য থাকতে বলেছেন?

ক) অন্যায়ের প্রতি
খ) সত্যের প্রতি
গ) মনিবের প্রতি
ঘ) নিজের প্রতি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

দিবাদের বাড়িতে একটি ছেলে কাজ করে। সে দিবাদের ক্ষেত খামারের যাবতীয় কাজ করে থাকে। এত কাজ করার পরও দিবার বাবা তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করে। ঠিকমত খাবার পর্যন্ত দেয় না। নানা রকম কটুকথা শোনায়। তবুও ছেলেটি নীরবে তার সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে। কারণ সে বিশ্বাস করে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাই ঈশ্বরের একটি আহ্বান।

ক) বাধ্যতা কোথা থেকে আসে?
খ) কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য কেন?
গ) দিবাদের বাড়ির কাজের ছেলেটির আচরণ কেমন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) দিবাদের বাড়ির কাজের ছেলেটি কি যীশুর শিক্ষানুসারে চলছে? – আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪: ১. ক ২. ঘ ৩. খ

পাঠ-৫.৫ যীশুর বাধ্যতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাধ্যতা সম্পর্কে যীশুর মনোভাব প্রকাশ করতে পারবেন।
- যীশুর বাধ্যতা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ঈশ্বর, খ্রিষ্ট যীশু, ঈশ্বরপুত্র, আনুগত্য, অলৌকিক, আত্মসমর্পণ**

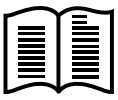

ফিলিপ্পীয় ২:৫-১১

তোমাদের মনোভাব তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটি খ্রিষ্ট-যীশুর নিজেরই ছিল। তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন। চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন। তাই ঈশ্বর তাঁকে সব-কিছুর ওপরে উন্নীত করলেন, তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশুর নামে আনত হয় প্রতিটি জানু - স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে – প্রতিটি জিহ্বা যেন এই সত্য ঘোষণা করে: যীশু খ্রিষ্ট স্বয়ং প্রভু, আর এতেই যেন প্রকাশিত হয় পিতা ঈশ্বরের মহিমা।

অনুধ্যান ঃ আগের পাঠে আমরা কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা কী তা জেনেছি। এই পাঠে আমরা বাধ্যতা সম্পর্কে যীশুর মনোভাব কী তা জানবো। যীশু শুধু মুখেই বাধ্য হওয়ার কথা বলেননি বা প্রচার করেননি; তিনি চরম সংকটময় মুহূর্তে নিজে পিতার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করে বাধ্যতার অর্থ আমাদের শিখিয়েছেন। যীশু খ্রিষ্টের বাধ্যতার অর্থ হলো চরম সংকটময় মুহূর্তে পিতার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্ব-ইচ্ছায় আনন্দ চিত্তে পিতার ইচ্ছাকে জানা এবং স্বাধীনভাবে তা গ্রহণ করা। যীশুর এই বাধ্যতা জাগতিক দৃষ্টিতে বোকামি বলে মনে হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা অতি মহৎ গুণের কাজ। যীশু স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র হয়েও পিতার বাধ্য ছিলেন। তিনি পিতার পরিকল্পনাকে উপেক্ষা না করে বরং আমাদের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুবরণ করে আমাদের এমন অধিকার দিলেন, যেন তাঁকে আশ্রয় করেই আমরা শাশ্বত মুক্তি লাভ করতে পারি।

পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে মানবিক বুদ্ধির বিচারে আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না বা আত্মরক্ষার তাগিদে কোন উপায় অবলম্বন করে না। কেউ যদি আসন্ন বিপদের মধ্যেও নিজেকে রক্ষা করার বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকে, তবে হয় সে অতি বোকা, নয় সে অসাধারণ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তবে যীশুর স্বেচ্ছায় যাতনাভোগকে আমরা অসাধারণ বিষয় বলেই গ্রহণ করবো। কারণ যীশু ইচ্ছা করলেই অলৌকিক উপায়ে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পিতার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করে সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মানুষের ভালোবাসার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে যীশু দেখিয়েছেন তিনি পিতার প্রতি বাধ্য ছিলেন। তাঁর এই বাধ্যতার ফলস্বরূপ পিতা তাকে পুরস্কার দিয়েছেন। যীশুর নামে এখন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সকল মানুষ তাঁর মহিমা প্রকাশ করে।

মনে রাখি ঃ যীশু ইচ্ছা করলেই অলৌকিক উপায়ে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পিতার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করে সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মানুষের ভালোবাসার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

শব্দটীকা ঃ আনুগত্য – বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ – নিজেকে সঁপে দেওয়া

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাবের সাথে আপনার মনোভাবের তুলনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু নিজে পিতার প্রতি বাধ্য ছিলেন। তাঁর বাধ্যতার ফলস্বরূপ পিতা তাঁকে পুরস্কার দিয়েছেন। যীশু চান আমরাও যেন পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হয়ে চলি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার নামে আনত হবে প্রতিটি জানু?

ক) যীশুর খ) পিতরের

গ) মোশীর ঘ) আব্রাহামের।

২। "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি" – এ উক্তিটি কার?

ক) পিতরের খ) যোহনের

গ) যীশুর ঘ) মোশীর।

৩। যীশু কীসের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন?

ক) সকল মানুষকে ভালোবাসার জন্যে খ) নিজের জন্যে

গ) পিতার জন্যে ঘ) শিষ্যদের জন্যে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

অমিত একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। তার এক সহকর্মীর ভুলের জন্য চাকুরীতে তার পদমর্যাদা নীচের দিকে নেমে গেল। অমিত কোন প্রতিবাদ না করে যীশুর কথা মনে করে সবকিছু নিরবে সহ্য করে গেল। কিন্তু ৫ বছর পর তার চাকুরীতে প্রমোশন হলো।

ক) যীশু প্রার্থনা করতে কোথায় গিয়েছিলেন?

খ) যীশু কেন শিষ্যদের প্রার্থনা করতে বললেন?

গ) চাকুরীতে অমিতের পদমর্যাদা কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) অমিতের কি প্রতিবাদ স্বরূপ চাকুরী ছেড়ে চলে আসা উচিত ছিল? আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫: ১. ক ২. গ ৩. ক

পাঠ-৫.৬ যীশুর স্বাধীনতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতার ব্যবহার সম্পর্কে যীশুর মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশু কীভাবে তাঁর জীবনে স্বাধীনতা ব্যবহার করেছেন তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ক্রীতদাস, পদাঙ্ক, ব্যাথার পান পাত্র, শ্রোতা, খ্রিষ্টের স্বাধীনতা**

যোহন ৮:৩১-৩৬

যীশু এবার তাঁর প্রতি বিশ্বাসী এই সব ইহুদীদের লক্ষ্য করে বললেন: "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য, তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তোমাদের স্বাধীন করে দেবে।" ইহুদী ধর্মনেতারা তখন বলে উঠলেন: "আমরা ইহুদীরা আব্রাহামের বংশের লোক, আমরা কারও দাসত্ব করিনি কখনো! তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে?" উত্তরে যীশু বললেন: "আমি আপনাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যারা পাপ করে, তারা সবাই পাপের ক্রীতদাস। এখন ক্রীতদাস তো স্থায়ী ভাবে ঘরে থাকে না; পুত্র কিন্তু স্থায়ী ভাবেই থাকে। তাই স্বয়ং পুত্রই যদি আপনাদের স্বাধীন করে দেয়, আপনারা সত্যিই স্বাধীন হয়ে উঠবেন।

অনুধ্যান ঃ ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যেন তার স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করে। আর সেই জন্যই তিনি মানুষকে দিয়েছেন বিবেক, বিবেচনা করার ক্ষমতা। মানুষের সামনে আদর্শ হিসেবে দিয়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে। যীশু এ পৃথিবীতে এসে মানুষের সাথে জীবনযাপন করে মানুষকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এখন আমরা জানব যীশু কীভাবে তাঁর স্বাধীনতা ব্যবহার করেছেন। বিশ্বাস হচ্ছে একটি স্বাধীন বা মুক্ত আচরণ। ত্রাণদাতা খ্রিষ্ট পিতাকে পিতা বলে ডাকতে শিখিয়েছেন। পিতার ইচ্ছা অনুসারে চলতে শিখিয়েছেন। যীশু খ্রিষ্ট যিনি আমাদের গুরু ও প্রভু, তিনি হলেন বিনীত ও নম্র হৃদয়। তিনি সর্বদা তাঁর শিষ্যদের আকর্ষণ ও আহ্বানের ক্ষেত্রে ধৈর্যসহ কাজ করেছেন। তিনি শ্রোতাদের বাধ্য করার জন্য নয় বরং তাদের বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য এবং তাদেরকে নিশ্চয়তা দিবার জন্য তিনি প্রচার করেছেন এবং বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করেছেন। যীশু এ পৃথিবীতে আসেননি কোন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শাসন করতে বরং তিনি দীন বেশে এ পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের সেবা করতে এবং মানুষকে মুক্তি দিতে। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তিনি মানুষকে মুক্ত করেছেন অর্থাৎ পরিত্রাণ এনেছেন। করিন্থিয়দের কাছে সাধু পলের পত্র থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, খ্রষ্ট তাঁর স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করে যে আদর্শ রেখে গেছেন সেই আদর্শকে সামনে রেখে আমরা যেন সেইভাবে জীবনযাপন করি। খ্রিষ্টের স্বাধীনতায় আমরা স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠবো। মঙ্গলসমাচারে অনেক বার যীশু বলেছেন, "আমি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই পৃথিবীতে এসেছি। পিতা আমাকে যেভাবে বলেন, আমি সেই ভাবেই কাজ করি।" যীশু চরম মুহূর্তে পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, যদি সম্ভব হয় যেন ব্যথার পান পাত্রটি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি বলেছেন,"আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" এই কথার মধ্য দিয়েই যীশু পিতার প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে যীশু নিজের স্বাধীনতাকেও প্রকাশ করেছেন। যীশু যদি চাইতেন যে এই কষ্ট তিনি ভোগ করবেন না তখন তিনি অন্য ভাবে আমাদের পরিত্রাণ আনতে পারতেন। কিন্তু যীশু এই ভাবে পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের শিখাতে চেয়েছেন যেন আমরাও পিতা ঈশ্বরের বাধ্য হই।

মনে রাখি ঃ যীশু যদি চাইতেন যে এই কষ্ট তিনি ভোগ করবেন না তখন তিনি অন্য ভাবে আমাদের পরিত্রাণ আনতে পারতেন। কিন্তু যীশু এই ভাবে পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের শিখাতে চেয়েছেন যেন আমরাও পিতা ঈশ্বরের বাধ্য হই।

শব্দটীকা ঃ মুক্ত আচরণ - স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করা, ব্যথার পান পাত্র – যীশুর জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত, পদাঙ্ক – পায়ের চিহ্ন বা দিক্‌নির্দেশনা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনি কীভাবে যীশুর পথ অনুসরণ করছেন তা দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

খ্রিষ্ট যীশু তাঁর স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করে যে আদর্শ রেখে গেছেন, সেই আদর্শকে সামনে রেখে আমরা যেন সেইভাবে জীবনযাপন করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু তাঁর স্বাধীনতা দ্বারা আমাদের কী শিখাতে চেয়েছেন?

ক) পিতা ঈশ্বরের বাধ্য হতে খ) গভীর চিন্তা করতে

গ) অন্যকে বিপথে না নেওয়া ঘ) নিজেকে ঠিকভাবে চিনতে।

২। বিশ্বাসের জীবনে স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি–

i) সত্যের সাধনায় সফল হওয়া ii) পাপকে জয় করা iii) মানুষকে সেবা করা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশু বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করেছেন–

ক) শ্রোতাদের বাধ্য করার জন্য খ) বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য

গ) নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য ঘ) মানুষকে মুক্ত করার জন্য।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রতন একজন খ্রিষ্ট ভক্ত। সে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা করে। সে সমাজের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে। সকল মানুষের বিপদে পাশে থাকে। তার কাছ থেকে সমাজের লোকেরা জানতে পেরেছে খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করে আমরা হয়ে উঠি স্বাধীন মানুষ এবং খ্রিষ্টের নির্দেশিত পথে চলে আমরা লাভ করি মুক্তি।

ক) খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করে আমরা কী লাভ করি?

খ) খ্রিষ্ট কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

গ) রতন কীভাবে সমাজে খ্রিষ্ট বিশ্বাসের সাক্ষী হয়ে উঠে? – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) রতন সমাজকে কোন দিকটার উপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টভক্তদের জীবনের সঠিক মুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেছিল – বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬: ১. ক ২. ঘ ৩. খ

উত্তরমালা: ইউনিট-৫

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) খ	২) গ	৩) গ
পাঠ-২	১) ক	২) গ	৩) ক
পাঠ-৩	১) খ	২) ক	৩) খ
পাঠ-৪	১) ক	২) ঘ	৩) খ
পাঠ-৫	১) ক	২) গ	৩) ক
পাঠ-৬	১) ক	২) ঘ	৩) খ